



## 273662 - Payoneer কার্ডের মাধ্যমে লেনদেনে করার হুকুম

### প্রশ্ন

Payoneer কার্ডের ব্যাপারে কোন ইসলামী ফতোয়ার ওয়েবসাইটে আমি কিছু শুনেনি যে, এই কার্ডের মাধ্যমে লেনদেনকে হারাম বলা হয়েছে। কিন্তু আমি কোন এক ব্লগে এক ভাইয়ের একটা কথা পড়ছি। সম্মানতি সেই ভাইয়ের কথার সারাংশ হচ্ছে: Payoneer কার্ডের মাধ্যমে লেনদেনে করা থেকে সাবধান করা। কেননা Payoneer ব্যাংকের মালিক তার বাৎসরিক লাভের বড় একটা অংশ দিয়ে যায়োনিস্ট সনোবাহিনীকে অর্থায়ন করে। প্রকৃতপক্ষে আমি নিজের ব্যাপারে আশংকতি হয়ে পড়ছি যে, কেবল এই কার্ডটি ব্যবহার করার মাধ্যমে আমি যায়োনিস্টদের সাথে গুনাহর ভাগীদার হয়ে যাচ্ছি এবং আমার মুসলিমি ভাইদের উপর তারা যে সীমালঙ্ঘন করছে এর সহযোগী হয়ে যাচ্ছি। তাই আমি তাৎক্ষণিকভাবে কার্ডটি ছিড়ি ফেলেছি। এরপর আমি ওয়েবসাইট কর্তৃপক্ষকে মাইল করছি যাত করে তারা আমার একাউন্টটি বন্ধ করে দেয়। তারা কিছুদিন পর তা অনুমোদন করেছে। বর্তমানে আমি নিতুন একটা সমস্যা মোকাবেলা করছি যার সমাধান পাইনি। সটো হলো: আমি একটা কোম্পানির পণ্য ইন্টারনেটে মাধ্যমে বাজারজাত করি এবং প্রত্যকে বিক্রি লেনদেনেরে বিপরীতে কমিশন পাই। এই কোম্পানী থেকে আমার প্রাপ্য লাভ উত্তোলনের পদ্ধতি হয়তো ব্যাংকিং চকেরে মাধ্যমে। এটি কঠনি। কারণ একাউন্ট খোলার জন্য আমার আইডি কার্ডে আমার চাকুরী আছে উল্লেখ থাকতে হবে। আমার কোন চাকুরী নই। আর সেই কোম্পানি থেকে আমার লাভ প্রাপ্তির দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো: কোন আমেরিকান ব্যাংকে আমার একাউন্ট থাকা। সটোও আমার নই। কিন্তু Payoneer কার্ড আমাকে বনিমূল্যে আমেরিকান ব্যাংকে একাউন্ট করে দেয়। এর মাধ্যমে আমি আমার প্রাপ্য লাভ কার্ডে ঢুকতে পারি। এরপর যে কোন এটিএম মেশিনি থেকে উত্তোলন করতে পারি। আমার প্রশ্ন হলো: যদি সেই ভাইয়ের কথা সঠিক হয়ে থাকে তাহলে আমি নিরুপায় হিসেবে আমার জন্য Payoneer কার্ড ব্যবহার করা কি জায়যে হবে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কাফরেদের সাথে বচোকনোর লেনদেনে করা জায়যে; এমনকি তারা হারবী (যুদ্ধরত) কাফরে হলও। কেবল যুদ্ধে সহযোগতি করা হয় এমন কিছু ছাড়া; যমেন তাদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা। সটো জায়যে নয়।

নববী (রহঃ) বলেন: “পক্ষান্তরে হারবীদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা এটি ইজমার ভিত্তিতে হারাম।” [আল-মাজমু (৯/৪৩২)]



আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িয়া গ্রন্থে (৭/১১২) এসছে:

“ফকিহবদিদের বক্তব্যগুলো হারবীদের সাথে ব্যবসা করা জায়যে হওয়ার প্রমাণ নরিদশে করে। তাই মুসলমি ব্যক্তিও যিম্মি ব্যক্তি ব্যবসায়িক নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হারবে (যুদ্ধরত দেশে) প্রবশে করতে পারনে এবং হারবী ব্যক্তি ব্যবসায়িক নিরাপত্তা নিয়ে আমাদরে দেশে প্রবশে করতে পারনে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রমকালে তার ব্যবসা থেকে ওশর (এক দশমাংশ) হারে (ট্যাক্স) আদায় করা হবে।

কিন্তু হারবীদেরকে অস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র তরীতে লাগে এমন মালামাল সরবরাহ করা জায়যে নয়। অনুরূপভাবে তাদেরকে শরিয়তে নিষিদ্ধ পণ্যের ব্যবসার অনুমতি দয়া যাবে না; যমেন মদ, শূকর ও অন্যান্য নিষিদ্ধ জনিসিপত্র। কেননা শরিয়তে সেগুলো নিষিদ্ধ ও অনষ্টিকর; সেগুলোকে দমন করা আবশ্যকীয়।

অনুমতি নিয়ে মুসলমি দেশে প্রবশেকারী হারবী ব্যক্তির ইসলামী রাষ্ট্র থেকে অস্ত্র কনোর অধিকার নহে। পূর্বোক্ত বিষয়গুলো বাদ দিয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে দয়া জায়যে।

তবে মালকে মাযহাবরে আলমেগণরে একক অভিমত হচ্ছে আমাদরে দেশে থেকে হারবী দেশে (যুদ্ধরত দেশে) পণ্য রপ্তানী করা ও সখোনে মুসলমানদের ব্যবসা করা নিষিদ্ধ; যদি ব্যবসায়ীদের উপর তাদের (যুদ্ধরতদের) বধিনাবলী প্রযোজ্য হয়। কেননা তাদের দেশে কোনে কিছু রপ্তানী করা হলে মুসলমানদেরে বপিক্ষে তাদেরকে শক্তিশালী করা হয়। এবং যহেতে মুসলমিরে জন্য শরিকরে দেশে অবস্থান করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: ‘আমি প্রত্যকে এমন মুসলমি থেকে মুক্ত য়ে মুশরকিদরে মাঝে অবস্থান করে’।

অনুরূপভাবে খাদ্যদ্রব্য ও অনুরূপ জনিসি রপ্তানী করাও জায়যে নয়। তবে শত্রুর সাথে যদি চুক্তি থাকে সেটো ভিন্ন কথা। চুক্তি না থাকলে জায়যে নয়।

আমাদরে দেশসমূহ থেকে রপ্তানী করা জায়যে হওয়ার পক্ষযে দললিগুলোর মধ্যযে রয়েছে:

ছুমামা বনি উছাল আল-হানাতীর হাদসি: তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর মক্কাবাসীকে বললনে যখন তারা তাকে বলল য়ে, তুমি ধর্ম ত্যাগ করছে? তিনি বললনে: আল্লাহর শপথ! আমি ধর্ম ত্যাগ করনি। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি ইসলাম গ্রহণ করছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি ও তাঁর প্রতি ঈমান এনছি। সেই আল্লাহর শপথ যার হাতে রয়েছে ছুমামার প্রাণ! ইয়ামামা (মক্কার গ্রাম্য এলাকা) থেকে তমোমাদরে কাছে একটা শস্যদানাও পটৌছবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দনে। এই বলে তার এলাকায় চলে যান এবং মক্কার উদ্দেশ্যে কোনে কিছু বহন করা থেকে নিষিধোজ্ঞা জারী করনে। যার কারণে কুরাইশরা সংকটে পড়ে যায়। এক পর্যায়ে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে পত্র লখি য়াতে করে তিনি



তাদের কাছে খাদ্য পাঠানোর জন্য ছুমামাকে পত্র লখিনে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করলেন।” এ হাদিস প্রমাণ করে যে, শত্রুদের কাছে খাদ্যদ্রব্য ও অনুরূপ জিনিস রপ্তানী করা জায়েয। এমনকি তাদের সাথে যুদ্ধের পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও।

অনুরূপভাবে দলিলগুলোর মধ্যে রয়েছে: ইতিপূর্বে উল্লিখিত হাদিসগুলো; যগুলো হারবীদের জন্য সদকা করা ও তাদের জন্য ওসয়িত করা (আবু সুফিয়ানকে খজুর হাদিয়া দেয়ার ঘটনা, আসমা রাঃ তার মুশরকি মায়ের সাথে সম্পর্ক রাখার ঘটনা এবং মুসলমানরো অমুসলমি বন্দীদেরকে খাদ্য খাওয়ানোর ঘটনা) সংক্রান্ত।

আর অস্ত্র ও অস্ত্র শ্রণীয় জিনিস রপ্তানী করা হারাম হওয়ার পক্ষে দলিল হলো:

ইমরান বনি হুসাইন (রাঃ) এর হাদিস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফতিনার সময় অস্ত্র বক্রি করতেন নষিধে করছেন। ফতিনা হচ্ছে: গৃহ যুদ্ধ। আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলমিদের ফতিনা তো আরও অধিক জঘন্য। তাই তাদের কাছে অস্ত্র বক্রি না-করা আরও অধিক যুক্তযুক্ত।

হাসান বসরী বলেন: কোন মুসলমিরে জন্য মুসলমানদের শত্রুদের কাছে অস্ত্র ও ঘোড়া সরবরাহ করা কথিবা যা কিছু অস্ত্র ও ঘোড়ার কাজে লাগে সেগুলো সরবরাহ করা বধৈ নয়।

নশিচয় শত্রুদের কাছে অস্ত্র বক্রি করার মধ্যে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করা হয়, তাদেরকে যুদ্ধের প্রতি উসকে দেয়া হয় এবং সে অস্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সহযোগিতা করা হয়। ফলে সটে নিষিদ্ধ হওয়ার দাবী রাখা।”[সমাপ্ত]

এটাই হচ্ছে মূল বধিান তথা হারবীদের (যুদ্ধেরত কাফরেদের) সাথে অস্ত্র ছাড়া অন্য ব্যবসায়িক লনেদনে করা জায়েয। তবে মুসলমানরো যদি মনে করে তাদের সাথে লনেদনে কর্তন করা কল্যাণকর এবং আলমেগণ এর স্বীকৃতি দিনে তাহলে সটো মানতে হবে।

দুই:

প্রপিহেড **Payoneer** কার্ডের গ্রাহক নজিরে **Payoneer** একাউন্টের সাথে লাভ প্রদানকারী যে কোম্পানীগুলোর সাথে তনি লনেদনে করনে সেগুলোকে যুক্ত করার পর এই কার্ডে ইন্টারনেটে থেকে অর্থ প্রবশে করে। এই কার্ডটি গ্রাহককে ইন্টারনেটে থেকে আয়কৃত লাভের অর্থ উত্তোলন করার সুযোগ করে দেয়। এটি কোন ক্রেডিট (ঋণপ্রদানকারী) কার্ড নয়।

এই কার্ড দিয়ে লনেদনে করতে কোন অসুবিধা নাই। দলিল হলো: ইতিপূর্বে আমরা যা উল্লিখে করছে যি, কাফরেদের সাথে লনেদনে করার মূল বধিান বধৈতা; এমনকি তারা যদি হারবী কাফরে হয় তবুও।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।